2438 - চকিৎিসা গ্রহণরে হুকুম

প্রশ্ন

এক ব্যক্তি দুরারোগ্য রোগরে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়ছে। এখন চকিৎিসা আর কোনো উপকারে আসছে না। (আশার আলো মটিমিটি জ্বলছ) এমন রোগী কি চকিৎিসা গ্রহণ করব?

চকিৎিসার কছিু পার্শ্বপ্রতক্রিয়িা রয়ছে। সইে রোগী তার বদ্যিমান কষ্টরে সাথে সগেুলোকে সংযুক্ত করতে চায় না। সাধারণভাবে মুসলমিরে উপর কি চকিৎিসা গ্রহণ করা আবশ্যক; নাকি এটি ঐচ্ছকি বষিয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সামগ্রকি ববিচেনায় চকিৎিসা শরয়িত অনুমোদতি। দললি হলো: আবুদ-দারদা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয়ই আল্লাহ রোগ ও ঔষধ অবতীর্ণ করছেনে এবং প্রতটিি রোগরে ঔষধ সৃষ্টি করছেনে। সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো; তবে হারাম ঔষধ নয়।"[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৩৭৬) বর্ণনা করনে] এছাড়া উসামা ইবনে শারীক রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: বদেুঈনরা বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চকিৎিসা নবি না? তনিি বললনে: "তোমরা চকিৎিসা গ্রহণ করো। কনেনা মহামহমি আল্লাহ এমন কোন রোগ রাখনেনি যার প্রতষিধেক রাখনেনি; একটি রোগ ছাড়া।" তারা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি? তনিি বললনে: বার্ধক্য।[হাদীসটি তরিমযিী (৪/৩৮৩) বর্ণনা করছেনে, হাদীস নং: ১৯৬১। তনিি বলনে: হাদীসটি হাসান সহীহ। সহীহুল জামে গ্রন্থে (২৯৩০) হাদীসটি রয়ছে]

অধকিাংশ আলমে (হানাফী ও মালকেী) মনে করনে চকিৎিসা গ্রহণ করা বধৈ। আর শাফয়েী মাযহাবরে আলমেগণ এবং হাম্বলী মাযহাবরে কাযী, ইবনে আক্বীল ও ইবনুল জাওযী মনে করনে এটি মুস্তাহাব। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "নশ্চিয়ই আল্লাহ রোগ ও ঔষধ অবতীর্ণ করছেনে এবং প্রতটিি রোগরে ঔষধ সৃষ্টি করছেনে। সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো; তবে হারাম ঔষধ নয়।" এছাড়া আরো বশে কছিু হাদীস বর্ণতি হয়ছে যগেুলোতে ঔষধ গ্রহণরে নর্দিশে প্রদান করা হয়ছে। তারা বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে শঙ্গিা লাগানো ও চকিৎিসা গ্রহণ প্রমাণ বহন করে য, চকিৎিসা গ্রহণ একটি শরয়ি বধিান। শাফয়েীদরে মতে এটি তখনই মুস্তাহাব যখন এর উপকারতিা অনশ্চিতি হয়। আর যদি উপকারতিা নশ্চিতি হয় (যমেন ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডজে করা) তাহলে এটি ওয়াজবি। (বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হলো কছিু কছিু পরস্থিতিতিে রক্ত গ্রহণ করা)

দখেুন: হাশয়িাতু ইবনে আবদীন (৫/২১৫, ২৪৯)। আল-হদিায়া তাকমলিাতু ফাতহলি কাদীর (৮/১৩৪), আল-ফাওয়াকহে আদ-দাওয়ানী (২/৪৪০), রাওদাতুত তালবিীন (২/৯৬), কাশশাফুল ক্বনিা (২/৭৬), আল-ইনসাফ (২/৪৬৩), আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ (২/৩৫৯ এবং তৎপরবর্তী অংশ), হাশয়িাতুল জামাল (২/১৩৪)।

ইবনুল কাইয়মি বলনে: “বশিুদ্ধ হাদীসসমূহে চকিৎিসা গ্রহণ করার নর্িদশে এসছে। এটি তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী নয়। যমেনভাবে ক্ষুধা, পপিাসা, গরম, ঠাণ্ডা প্রতহিত করা তাওয়াক্কুলরে পরপিন্থী বষিয় না। বরং আল্লাহর সৃষ্টগিত ও শরঈ তাকদীর অনুসারে ফলাফল পতেে হলে তনিি যে সমস্ত কারণ বা উপায় নর্িধারণ করে দয়িছেনে, সগেুলো গ্রহণরে মাধ্যমইে তাওহীদ বাস্তবায়তি হব। এগুলোকে গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুলরে বপিরীত, আবার আল্লাহর নর্িদশে ও প্রজ্ঞারও বপিরীত। এগুলো যে ব্যক্তি পরত্যিাগ করে সে মনে করে যে পরত্যিাগ করা তাওয়াক্কুলকে দৃঢ় কর। বস্তুত এ ধরনরে পরত্যিাগ করা অক্ষমতা; যা তাওয়াক্কুলরে বপিরীত। তাওয়াক্কুলরে স্বরূপ হলো বান্দার দ্বীন-দুনয়িার উপকার হয় এমন কছিু অর্জনে এবং দ্বীন-দুনয়িার ক্ষতি হয় এমন কছিু প্রতহিত করার ক্ষত্রেে অন্তর আল্লাহর উপর নর্িভর করা। এই নর্িভরতার ক্ষত্রেে অবশ্যই মাধ্যম বা উপকরণ অবলম্বন করতে হব। নতুবা ব্যক্তি প্রজ্ঞা ও শরীয়ত পরত্যিাগ করব। সুতরাং ব্যক্তি যনে তার অক্ষমতাকে তাওয়াক্কুল কংিবা তাওয়াক্কুলকে অক্ষমতা বানয়িে না দয়ে।”[যাদুল মাআদ (৪/১৫), দখেুন: আল-মাউসুয়াতুল ফকিহয়িযা (১১/১১৬)]

উল্লখিতি প্রশ্নরে উত্তররে সারকথা হলো: আলমেদরে দৃষ্টতিে চকিৎিসা গ্রহণ করা ওয়াজবি নয়, যদি না এর উপকারতিার ব্যাপারে নশ্চিতি হওয়া যায় (তাদরে কারো মত)। আর প্রশ্নে উল্লখিতি অবস্থায় যহেতেু চকিৎিসার উপকারতিা অনশ্চিতি, বরং রোগী মানসকিভাবে এতে কষ্ট পায়, সহেতেু এটি পুরোপুরি পরত্যিাগ করতে দোষ নইে। রোগীর উচতি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ভুলে না যাওয়া এবং তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কারণ আসমানরে দরজাগুলো দোয়ার জন্য খোলা। সুতরাং তার উচতি হলো কুরআন কারীম দয়িে নজিরে রুকইয়া করা। যমেন: নজিরে জন্য সূরা ফাতহিা, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়া। এগুলো তাকে মানসকি ও শারীরকি উপকার দবি। অধকিন্তু এগুলো তলোওয়াত করলে সে নকেীও পাব। আর আল্লাহই সুস্থতা দনে, তনিি ছাড়া আর কউে সুস্থতা দনে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।